পরকীয়ার জেরে স্ত্রী ও তার প্রেমিককে খুন, স্বামীর যাবৎজীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ স্ত্রী ও তার প্রেমিককে ক্ষুর দিয়ে কেটে খুন করার দায়ে স্বামীর যাবৎজীবন কারাবাসের রায় দিয়েছে বাঁকুড়া আদালত। গত ২০১৫ সালের ১৯ নভেম্বর হিমাংশু আখুলি নামে শালতোড়ার এক বাসিন্দা গঙ্গাজলঘাটি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন যে, তাঁর কন্যা জ্যোৎস্না কুণ্ডু (২৫)কে ক্ষুর দিয়ে খুন করে স্থানীয় হটগ্রামের বাসিন্দা তাঁর জামাই ভৈরব কুণ্ডু। তাঁর কন্যাকে খুন করে জামাই পালিয়ে গেছে। এই অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, জ্যোৎস্না কুণ্ডুর সঙ্গে পথিক ঢাং (২২)-এর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতে তারা দুজনে অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত হোত। সে নিয়ে গ্রামে ব্যাপক কথা শুনতে হোত স্বামী ভৈরব কুণ্ডুকে। সে এই বিষয় না চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্ত্রীকে বহুবার অনুরোধও করে। গত ১৮-১১-২০১৫ রাতে বাড়িতে স্ত্রী জ্যোৎস্না কুণ্ডু ও প্রেমিক পথিক ঢাংকে অবৈধ অবস্থায় হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং ক্ষুর দিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়। ভৈরব কুণ্ডু পেশায় একজন একজন গাড়ি চালক ছিল। পথিক ঢাংও ছিল। ভৈরব গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেই পথিক তার বাড়িতে আসত।

জ্যোৎস্নার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করে। সেই মামলার ভিত্তিতে গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ গত ৯-১২-১৫ ভৈরব কুণ্ডুকে গ্রেপ্তার করে। সেই থেকেই সে জেল হেফাজতে রয়েছে। সরকারি আইনজীবী রথিন কুমার দে এই তথ্য দিয়ে বলেন, গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ ভৈরবকে জেরা করে জানতে পারে যে দুজনকে খুন করার পর সে ক্ষুরটি বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে ফেলে দেয়। ভৈরবের বাড়ি থেকে তার হাতের লেখা একটি চিরকুট পুলিশ উদ্ধার করে। চিরকুটটিতে লেখা ছিল, দুজনকে বিয়ে করে নিতে অথবা গোপনে অন্যত্র পালিয়ে যেতে। বাড়িতে অবৈধ সম্পর্ক রাখলে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল চিরকুটটিতে। সেটি পুলিশ আদালতে জমা দেয়। গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ ২৯-২-২০১৬ আদালতে চার্জশীট জমা দেয়। ভৈরব খুন করার দিনে তার বাবা নিরঞ্জন কুণ্ডু ও মাকে বড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, ভৈরব ও জ্যোৎস্নার এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। অন্যদিকে খুন হওয়া জ্যোৎস্না কুণ্ডুর বাবা পরবর্তী সময়ে তাঁর অভিযোগ বদল করে জামাইকে বাঁচাতে চেষ্টা করেন। তাতে অবশ্য শেষ রক্ষা হয় নি।

বাঁকুড়া আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সুকুমার সুব্রধর সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও পুলিশের চার্জশীটের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ভৈরব কুণ্ডুকে দোষী সাব্যস্ত করে বৃহস্পতিবার যাবৎজীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং তা অনাদায়ে আরও ১ বছর কারাবাসের রায় দেন।

যানজট কমাতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বিষ্ণুপুর শহরে যানজট কমাতে সকাল ও বিকালে ভারি যান চলাচল বন্ধ করল মহকুমা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এই মর্মে মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ট্রাক্টর, লরি, ট্রাক সহ অন্যান্য ভারি যানবাহন চলাচল প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ১ ডিসেম্বর থেকে তা লাগু হবে। এতে বিষ্ণুপুরের নাগরিকরা খুব খুশি হয়েছে। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক ময়ূরী ভাস বলেন, যানজট এড়াতে শহরে দিনের ব্যস্ত সময়ে বিশেষ করে সকাল ও বিকালে ভারি যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বিষ্ণুপুর শহরে সংকীর্ণ রাস্তার দরুন যানজট লেগেই থাকে। শহরের চকবাজার, বোলতলা, মটুকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক যানজট হয়। অফিস টাইমে তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। যানজটের জেরে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও ঘটছে। বোলতলার রাস্তা এতটাই সংকীর্ণ হয়েছে যে দু'দিক থেকে দু'টো যানবাহন এসে পড়লে ভীষণ যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। জটের জেরে দীর্ঘক্ষণ ধরে যানবাহন আটকে পড়ায় সাধারণ বাসিন্দা থেকে শুরু করে দূরপাল্লার যাত্রীদের নিত্যদিন নাকাল হতে হচ্ছে। একই সমস্যা হচ্ছে মটুকগঞ্জ, হাজরাপাড়া, চকবাজার প্রভৃতি এলাকার রাস্তায়। সাধারণ দু'চাকার যান ছাড়াও শহরের ভেতরে বিভিন্ন রাস্তায় অনবরত বালি, পাথর ছাড়াও অন্যান নির্মাণ সামগ্রী বোঝাই ট্রাক্টর, ট্রাক চলাচল করছে। তাতে যানজট আরও বাড়ছে।

তাই স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে দিনের ব্যস্ত সময়ে ভারি যান চলাচল বন্ধের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। প্রশাসন তা মানায় তাঁরা খুশি হয়েছেন।

ইন্দাসে বিজেপির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময় ইন্দাস মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। ইন্দাস মহামায়াতলা থেকে বাজার ঘুরে ইন্দাস ব্লক অফিস চত্বরে জমায়েত হয় এবং বিডিওকে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ইন্দাস মণ্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে ১৬ দফা দাবিসম্পলিত একটি স্মারকলিপি বিডিও সুচেতনা দাস মহাশয়ার হাতে দেওয়া হয়। এদিনের ডেপুটেশনে বিডিওকে স্মারকলিপিটি প্রদান করেন জেলা কমিটির সহ-সভাপতি শিবদাস ঘোষ, ইন্দাস মণ্ডল বিজেপির সভাপতি দশরথ মল্লিক ও গৌতম ধাড়া, সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার প্রমুখ নেতৃবর্গ। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল খাদ্য দপ্তরে ডিজিটাল রেশন কার্ড সবার জন্য সত্বর প্রদান করতে হবে, বেহাল রাস্তা-ঘাটগুলি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে, পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে হবে, শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে, শালী নদীতে ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে ইত্যাদি।

বিডিও সুচেতনা দাস মহাশয়া বিজেপির স্মারকলিপি হাতে নিয়ে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে সুব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন বলে জানালেন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার।

নাট্য উৎসব শুরু হল পুরুলিয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ বুধবার থেকে ৫ দিন ব্যাপী সপ্তদশ বর্ষের নাট্য উৎসব শুরু হলো পুরুলিয়ায়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য এ্যাকাডেমী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলাটি বসেছে পুরুলিয়ার রবীন্দ্রভবনে। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে নাট্য মেলার সূচনা করেন পুরুলিয়ার জেলাশাসক অলকেশ প্রসাদ রায়। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) উত্তম অধিকারী, সভাধিপতি সৃষ্টিধর মাহাতো, জেলা পরিষদের ক্রীড়া ও শিক্ষা বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ সুষেনচন্দ্র মাঝি, নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ নিয়তি মাহাতো প্রমুখ। সৌগত চট্টোপাধ্যায়ের ইতি ব্রাত্যকথা, রামপ্রসাদ বণিকের পটলবাবু ফিল্মস্টার প্রভৃতি নাটকগুলি এখানে পরিবেশিত হবে।

ডব্লুবিসিএস পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ ডবলু বিসিএস ক্যাডারের একজন আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন যাদের চোখে, তাদের পাশে পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়েছে বাঁকুড়া জেলা সর্ব শিক্ষা মিশন। ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বাসনা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদেরই থাকে। এমনকি শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নও অনেকেই দেখেন। কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস বা ডবলু বি সি এস আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী দেখেন না। শুয়ে একজন ছাত্রছাত্রীও মেলে না যার চোখে রয়েছে ডবলু বি সি এস আধিকারিক হওয়ার স্বপ্ন। এই মন্দা অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যারা বসতে ইচ্ছুক তাদের সেই প্রস্তুতিতে সহযোগিতা করতে চায় সর্ব শিক্ষা মিশন। এজন্য জেলা প্রশাসন বিনামূল্যে এক কোচিং ক্লাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কোচিং ক্লাস চালুর প্রস্তুতি হিসাবে আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ রবীন্দ্রভবনে এক প্রাথমিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্ব শিক্ষা মিশন থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মশালা সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এবং সিভিল সার্ভিসের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা হবে। এজন্য আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের নাম নথীভুক্ত করার জন্য আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে সংক্ষিপ্ত সংখ্যায় শিক্ষার্থী নেওয়া হবে। আবেদনের ধারাবাহিকতা অনুসারে শিক্ষার্থী নথিবদ্ধ করা হবে। অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, সিভিল সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বাঁকুড়ায় কোচিং, বইপত্র বা নোটস্-এর কোন সুযোগ নেই বললেই চলে। এই সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের সিভিল সার্ভিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সিভিল সার্ভিসের জন্য ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন জেলাতে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজেও এরকম কোচিং সেন্টার আগামী জানুয়ারি ২০১৮ থেকে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া সর্বশিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিক সুপ্রভাত চ্যাটার্জী বলেন, এই কর্মশালার পর কোচিং-এর বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। সারা জেলার ৫০০-র মত ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাঁকুড়া সদর শহরের ১৬০ জন এবং ২২টি ব্লকের ১৫ জন করে শিক্ষার্থী নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এবিষয়ে ভাল সাড়া পড়েছে। বাঁকুড়া শহরের ১৫০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ জেলার আইএএস ও আইপিএস আধিকারিকরা প্রশিক্ষণ দেবেন।

হজ নিয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বৃহস্পতিবার ইন্দাস ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে হজ বিষয়ক এক সংক্ষিপ্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফরিদা খাতুন বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এ বৎসর ব্লক স্তরে হজ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হজে যাওয়ার জন্য পাশপোর্টসহ নিয়ম কানুন ও সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করার কথা বলেন। বিডিও সুচেতনা দাস জানান, বাঁকুড়া জেলার মোট২০৬ জন এবং বিগত বছরের ২৪ জন এই জেলা থেকে হজে যান। উপস্থিত ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের সচেতচন করা হয় যাতে করে বেশি মানুষ হজযাত্রা করতে পারেন। অতঃপর সংক্ষিপ্তাকারে সংখ্যালঘু দপ্তরের এক্সজি-কিউটিভ ওয়াসি খান এবং রফসান জানি মোল্লা হজে যাওয়ার নিয়ম-কানুন পেশ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ইমাম পরিষদের সেক্রেটারী সাহাবুদ্দিন সেখ। এছাড়া ইন্দাস ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনরা উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ সিমলাপাল থানার বরিচা গ্রামে বাঁকুড়া চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে এক নাবালিকার বিয়ে সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিয়ের দিন ছিল। নাবালিকার বয়স ১৭ বছর। সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বাঁকুড়া চাইল্ড লাইনের কো-অর্ডিনেটর সজল সিল জানান, এক সূত্র মাধ্যম বাঁকুড়া চাইল্ড লাইন এই বিয়ের খবর পায়। এই অভিযোগ পেয়ে স্থানীয় পুলিশ ও ব্লক ওয়েল ফেয়ার অফিসারকে বিষয়টি জানান। তাঁরাও ঘটনাস্থলে যান। মেয়ের বাড়ির লোকেরা প্রথম দিকে সকলকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করেন। তারা আসল মেয়েকে লুকিয়ে রেখে প্রথম বর্ষের একটা মেয়েকে বিয়েতে বসানোর নাটক করেন। চাইল্ড লাইন প্রতিনিধি ও পুলিশের লোকজন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে বিয়ের পিঁড়ির মেয়েটি আসল পাত্রী নয়। পাত্রীটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পরে অবশ্য ওই মেয়েটিকে তার মা-বাবা সকলের সামনে হাজির করে ও মুচলেকা দিয়ে বিয়ে পিছিয়ে দেয়।

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী রাসমেলায় লক্ষাধিক মানুষের মেলবন্ধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ চূড়ান্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চলছে পুরুলিয়ার বহু প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। প্রতি বছরই এখানকার রাসের মেলায় লক্ষ্যাধিক মানুষের মেলবন্ধন ঘটে থাকে। উৎসবের আনন্দ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা। কিন্তু গত বছর এই মেলার উৎসাহে কিছুটা ভাটা ফেলেছিল নোট বন্দি ইস্যু। তবে এবছর ফের নিজের ছন্দে ফিরে এসেছে রাস মহোৎসবের মেলা। মেলা ঘিরে এবার দেখা দিয়েছে চূড়ান্ত উৎসাহ। বরাবরের রীতি মেনে রাস পূর্ণিমার চার দিন পর পঞ্চমী তিথিতে শুরু হয় রাস উৎসব। পুরুলিয়া শহরের ধীবর সমাজ ৭১ বছর আগে এই রাসের প্রচলন করে। প্রায় এক মাস ধরে চলে রাসের মেলা। শুধু পুরুলিয়া শহর কিংবা জেলাবাসীর কাছেই নয়, ভিন জেলাগুলির মানুষের কাছেও আকর্ষণ আছে এই রাসের। বন্ধু রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকেও আসেন বহুদর্শনার্থী। এই মেলায় দু'সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে যাত্রাপালা সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত মেলা দেখার জন্য প্রতিদিন ৫০-৬০ হাজার মানুষের ভিড় হয় মেলাপ্রাঙ্গণে। এই মুহূর্তে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে ভীষণ শীত পড়লেও মেলাকে ঘিরে মানুষের উৎসাহের কোন খামতি নেই। বিকিকিনি হচ্ছে বেশ ভালোই। বলা যায়, অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো। তাতে বিক্রেতারাও খুব খুশি। মাটির পুতুল-এর ব্যবসায়ী কৃষ্ণনগরের ধীরাজ কুমার, স্টিল সরঞ্জাম বিক্রেতা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পাপ্পু খান, আচার দোকানের মালি কলকাতার হিমাদ্রী শেখর সরকার সকলেই জানালেন, এই বছর তাঁদের অবস্থা খুবই ভালো। প্রতিদিন খরিদ্দারের বেশ ভালো ভিড় হচ্ছে। শহরের প্রায় মধ্যস্থল জেলিয়া পাড়ায় অবস্থিত যে মাঠে রাসের মেলা বসে সেটি রাসমেলা ময়দান বলেই পরিচিত। ধীবর সমিতি এই মেলার উদ্যোক্তা। সমিতির কয়েকজন সদস্য জানালেন, তাঁদের পূর্ব পুরুষ বিভিন্ন ধর্মীয় কাজ করে গেছেন। যার মধ্যে অন্যতম হল জেলেপোড়ার দুর্গাপুজো। আজও এই পুজো সারা জেলার মধ্যে বড় পুজোগুলির অন্যতম। শুধু তাই নয়, সারা পুরুলিয়া জেলার মধ্যে জেলেপাড়ার দুর্গামন্দির হল সব থেকে বড়। তাঁরাই পুরুলিয়ায় রাস মেলার প্রচলন করেন। শান্তিপুরের বিখ্যাত রাসের আদলেই তারা পুরুলিয়া শহরেও রসের মেলা শুরু করেছিলেন। এখন সারা রাজ্যে এতবড় রাসের মেলা খুব কম জায়গাতেই হয়ে থাকে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। ১৫ দিন ধরে টানা মেলা চলার পরও আরও দু'সপ্তাহ ধরে চলে ভাঙ্গা রাসের মেলা। রাসের মেলাকে লক্ষ্য রেখে প্রায় প্রতি বছর পুরুলিয়া শহরে সার্কাসসহ অন্যান্য বিনোদনের আসর বসে থাকে। মেলায় হরেক রকমের সামগ্রী শুধু কিনতেই পাওয়া যায়না, এখানে নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, ডাগর ট্রেনের মত নানা জিনিসও রয়েছে। তবে বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত পুরুলিয়া শহরের মৃৎ শিল্পী ধ্রুব দাসের মিউজিয়ামের বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে পুরুলিয়ার রাস মেলায়। জেলা, রাজ্য, দেশ কিংবা বিশ্বের যে কোন সাম্প্রতিকতম ঘটনাবলী মাটির কারুকার্যের মধ্যে তুলে ধরা হয় এই মিউজিয়ামে। ধ্রুবর সেই ঘটনাকে মাটির তৈরি দৃশ্যের মধ্যে উপস্থাপন করা হয় দর্শকদের সামনে। যে কোন ব্যক্তির চেহারা হুবহু মাটি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন এই শিল্পী। এখন তার কাজে সহায়তা করে থাকেন তাঁর ছেলেরাও। বলরামপুর থেকে রাসের মেলা দেখতে এসেছিলেন দুই কলেজ ছাত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতা সিংসর্দার। তাঁরা জানালেন, মেলায় ঘুরে ঘুরে এত মজা ও আনন্দ হয়েছে যেন মনে হচ্ছে রাত পর্যন্ত মেলা দেখি। পুরুলিয়া শহরের গৃহবধূ সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সন্ধ্যে থেকে রাস মেলায় এত ভিড় হয় যে মেলায় ঢোকাই দুঃসাধ্য হয়ে যায়। শহরের মানুষ তাই একটু রাত করেই রাস মেলায় যান। তিনি বলেন সারা বছরই রাস মেলার জন্য অপেক্ষা করেন তাঁরা। গৃহস্থালির নানা টুকিটাকি জিনিসপত্র পাওয়া যায় এই মেলায় যা সাধারণত বাজারে পাওয়া যায় না। বিশেষত রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম সুলভ মূল্যে এই মেলাতে পাওয়া যায়। বাস্তবেই বাচ্চাদের মোজা থেকে শুরু করে নানান স্বাদের খাবার সব কিছুই এই মেলায় পাওয়া যায়। পুরুলিয়া জেলার সব থেকে বড় এই মেলাকে কেন্দ্র করে শীতের সময় মেতে ওঠেন সারা জেলার মানুষ।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034935

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ